১০৯ হেল্পলাইনঃ বাল্যবিয়ে বন্ধে কন্যা শিশুর পাশে

মোঃ আলমগীর হোসেন

রাজিয়া স্কুল থেকে ফিরে দেখে তাদের বাড়িতে কয়েকজন মেহমান , এরমধ্যে একজন পরিচিত। সে বইখাতা রেখে হাতমুখ ধুয়ে মাকে খাবার দিতে বলে। রাজিয়ার উত্তর দেয় দিয়েছি মা। আজ আর খেলতে যাওয়ার দরকার নেই। সে কখনো তার মায়ের অবাধ্য হয়না। রাজিয়া অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। ছেলেমেয়েদের সম্মিলিত স্কুল। ক্লাশে রোল তিন বা চারের মধ্যে থাকে। মেয়েদের মধ্য থেকে মেধাক্রমে সেই সবার আগে। শিক্ষকরা তাকে খুব ভালবাসে। উৎসাহ দেয় আরো ভালো করার। রাজিয়ারও স্বপ্ন মেডিকেলে পড়ার। এবছর জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা। পরীক্ষায় ভালো করার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছে। সন্ধ্যার পর মেহমানের চলে যায়। রাজিয়া পড়ার টেবিলে বসে শুনতে পায় বাবা তার মাকে কিছু বোঝাচ্ছে। রাতে খাওয়ার সময় তার মা বাবাকে বলে আমাদের মেয়ে লেখাপড়ায় অনেক ভালো। স্কুলের স্যারেরাও বলেছে ও অনেক বড়ো হবে। সংসার চালাতে আমরা দুজনই আয় করছি। মেয়েদের লেখাপড়া শিখাতেতো কোনো খরচ হচ্ছেনা। সব খরচই তো সরকার দেয়। মাসে মাসে দুই মেয়ের স্কুলের উপবৃত্তির টাকাতো আমাদের মোবাইলে আসে। সেই টাকা থেকেই ওদের পড়া লেখার খরচ হয়ে যাচ্ছে। রাজিয়া বুঝতে পারেনা কেন তার বাবা পড়া বন্ধ করছে। সে অল্প কিছু খেয়ে ঘুমাতে যায়। পরদিন স্কুলে যায়, লেখাপড়া বন্ধ করার কথা শুনে মন কিছুটা খারাপ করে থাকে। স্কুল থেকে ফিরে তার মাকে বলে, মা বাবা কেন পড়া বন্ধ করে দিবে? মা বলে, ওসব তোকে ভাবতে হবেনা। তুই মন দিয়ে পড়। কয়েকদিন পর রাজিয়ার বাবা তার সামনেই মাকে বলে এই ছেলেই আমার পছন্দ। ছেলে বিদেশ থাকে, আর্থিক অবস্থাও ভালো। সব শুনে রাজিয়া যেন আকাশ থেকে পড়ল।

রাজিয়া ক্লাশে বিভিন্ন সময় বাল্যবিয়ের কথা শুনেছে। বইয়েও এই বিষয়ে আলাদা চ্যাপ্টার আছে। খবরের কাগজ ও টিভির সংবাদে দেখেছে বাল্য বিয়ে হচ্ছে। আবার কোথাও বাল্যবিয়ে বন্ধ হচ্ছে। এই ধরনের বিয়ে ঠেকাতে আইন আছে। তাদের বইয়ের পেছনে লেখা আছে, নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন ও বাল্য বিয়ে ঠেকাতে ১০৯ নাম্বার ফোন করা যায়। রাজিয়া আর এক মুহূর্তও দেরি না করে ১০৯ এ ফোন দেয়। ফোনের ওপাশ থেকে একজন নাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করে কি জন্য ফোন করেছে জানতে চায়। রাজিয়া কিছুটা ভয় পেলেও ১০৯ এ যার সাথে কথা বলছে তার কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হয়। নির্ভয়ে তার সবকথা খুলে বলে। ১০৯ থেকে একজন কাস্টমার সার্ভিস প্রোভাইডার রাজিয়ার সাথে কথা বলে। রাজিয়াকে উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার যোগাযোগ করার ঠিকানা ও ফোন নাম্বার দেয়। আরো বলে উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে তার বাবার সাথে যোগাযোগ করবে।

পরদিনই উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাসহ রাজিয়াদের বাড়িতে এসে তার বাবা মায়ের সাথে কথা বলে। তার বাবাকে বাল্য কি ও কিভাবে আমাদের সন্তানদের ভবিষত নষ্ট করছে। এসব শুনে রাজিয়ার বাবা তার ভুল বুঝতে পারে। সে প্রতিজ্ঞা করে তার মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবে।

বিশ্বে কন্যাশিশুর সংখ্যা পায় একশ কোটি। বাংলাদেশে কন্যা শিশুর সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ।কন্যা শিশুদের অগ্রযাত্রার প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয় ১৯১১ সালে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের মাধ্যমে । ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে নারীর উন্নয়নে কাজ শুরু করে । ১৯৭৫ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ উদযাপন করা হয় । আজ থেকে ২৫ বছর আগে ১৯৯৫ সালে বিশ্বের ২০০ টি দেশের ৩০ হাজার নারী প্রতিনিধি “নারী ও কন্যাশিশুর অধিকারঃ মানবাধিকার” শ্লোগানে বেইজিং এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনে যোগদান করে । আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস উদযাপন শুরু হয় ২০১২ সাল থেকে। বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ এর ২(৫) ধারা অনুযায়ী, ‘বাল্য বিবাহ অর্থ এইরুপ বিবাহ যার কোনো এক পক্ষ বা উভয় পক্ষ অপ্রাপ্ত বয়স্ক’। অপ্রাপ্ত বয়স্ক অর্থ বিবাহের ক্ষেত্রে ২১ বছর পূর্ণ করে নাই এমন পুরুষ এবং ১৮ বছর পূর্ণ করে নাই এমন নারী। ১৬ অনুচ্ছেদে রয়েছে ধর্ম, গোত্র ও জাতি নির্বিশেষে সকল পূর্ণ বয়স্ক নর-নারীর বিয়ে করার এবং পরিবার প্রতিষ্ঠার অধিকার রয়েছে. ১৬(২) অনুচ্ছেদে বিয়েতে ইচ্ছুক পূর্ণ বয়স্ক নর-নারীর স্বাধীন ও পূর্ণসম্মতিতেই বিয়ে সম্পন্ন হবে। শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯ ছেলে ও মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ নির্ধারণের জন্য সকল দেশকে অনুরোধ করেছে। সিডো ১৬ (২)অনুচ্ছেদে অনুযায়ী শিশুকালে বাগদান ও শিশু বিবাহের কোনো কার্যকারিতা থাকবে না এবং বিবাহের একটি সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ ও বিবাহ নিবন্ধনের ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এর ৮ অনুচ্ছেদে রয়েছে কন্যাশিশুর উন্নয়ন ও সকল ধরনের বৈষম্য দূর করতে হবে । নারী উন্নয়ন নীতি- ২০১১ এর ১৮.১ অনুচ্ছেদে রয়েছে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা ৫.৩ অনুযায়ী শিশু বিবাহ, বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহের মতো সকল ধরনের প্রথার অবসান করতে হবে।

কন্যা শিশুদের জীবনের শুরু ভালো হলে পরিবার দেশ ও বিশ্ব সবচেয়ে উপকৃত হবে। দেশের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের সবচেয়ে কার্যকর উপায় শিশুদের জন্য বিনিয়োগ বিশেষ করে কন্যাশিশুদের জন্য বিনিয়োগ। সরকার সকল প্রকার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় কন্যাশিশুর অন্তর্ভুক্তি করার ওপর জোর দিচ্ছে। অধিক পরিমাণে নারী শিক্ষক দেওয়া হচ্ছে। কন্যাশিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং পরিবারসহ সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কমিটি করা হয়েছে। শ্রেণি কক্ষে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য কাজ করছে। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কন্যাশিশুর অংশগ্রহণ বেড়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায় ২ কোটি শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। স্কুলে হেলথ সার্ভিস প্রদান করবে সরকার । শিক্ষার্থীদের আরো বেশি শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হবে।

সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু করবে সরকার । জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য দুরীকরণ ও সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। একদশক আগে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ছাত্রী ভর্তির হার ছিল ৬১ শতাংশ যা বর্তমানে ৯৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ছেলে শিক্ষার্থীর তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাত যথাক্রমে ৫০ .৭৫ ও ৫৩ .৯৯ শতাংশ। কন্যাশিশুর উন্নয়ন ও সুরক্ষায় বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ ও বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান আছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালে লন্ডনে গার্লস সামিটে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের নিচে বাল্য বিবাহের হার শূন্যে নামিয়ে আনা এবং ১৫- ২১ মধ্যে সংগঠিত বাল্যবিবাহের হার এক তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ পুরোপুরি বন্ধ করা। ২০০৭ সালে বাল্যবিবাহের হার (১৮ বছরের নিচে) ছিল ৭৪ %। ২০১৫ সালে বাল্যবিবাহের হার (১৮ বছরের নিচে) ছিল ৫২ %। ২০১৭ সালে বাল্যবিবাহের হার (১৮ বছরের নিচে) ৪৭ % এ নেমে এসেছে। ২০০৭ সালে বাল্য বিবাহের হার (১৫ বছরের নিচে) ছিল ৩২ %। ২০১৭ সালে বাল্যবিবাহের হার (১৫ বছরের নিচে) ১০.৭% এ নেমে এসেছে। সরকারের আন্তরিক প্রচে ষ্টায় বাল্যবিয়ে হ্রাসের যে হার আশা করা যায় , ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশ বাল্যবিয়ে মুক্ত দেশে পরিণত হবে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জাতীয় পর্যায়ে থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি কাজ করছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় কমিটি ও জেলা পর্যায়ে ২৫ সদস্য, উপজেলা পর্যায়ে ১৬ সদস্য ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫ সদস্য বিশিষ্ট বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ও সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করছে । যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ১১ হাজার ৬৩৬টি
উঠোন-বৈঠকের মাধ্যমে ১ লাখ ৫৫ হাজার , ১৭৭ জনকে সচেতন করা হয়েছে । ৬৪টি উপজেলায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৫ হতে ২০১৯ পর্যন্ত প্রায় দশ হাজার শিশু বাল্যবিবাহ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রান্তিক ও অসহায় কিশোর -কিশোরীদের জেন্ডার বেইজডভায়োলেন্স প্রতিরোধ করার জন্য ৬৪টি জেলার প্রায় ৮ হাজারটি কিশোর -কিশোরি ক্লাব স্থাপন করা হচ্ছে। তথ্যআপা প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ১ কোটি মহিলাকে তথ্য সেবা প্রদানে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯ এর মাধ্যমে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও বাল্যবিবাহ বন্ধে ৯৮৪১২৫টি ফোন কল গ্রহণ করা হয়েছে । নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের তাৎক্ষণিক সহায়তায় জয় মোবাইল অ্যাপস চালু করা হয়েছে। হেল্প লাইন ১০৯ জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ ও হেল্প লাইনের সাথে একসাথে কাজ করছে। যে কোনো কেউ এই তিনটি নাম্বারে ফোন করে বাল্য বিবাহ বন্ধে সাহায্য চাইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিয়ের স্বীকার শিশুর বাড়িতে পৌঁছে যায় স্থানীয় প্রশাসন ও বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে কাজ করে যাওয়া কমিটির সদস্য। কোভিড -১৯ মহামা রির সময়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হেল্প লাইন বাল্যবিয়ে বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিশ্বব্যাপী কন্যাশিশু আন্দোলনের ফলে শিশু বিয়ে ও বাল্যবিবাহ বন্ধ হচ্ছে। মেয়েদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী সমমজুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা হিসেবে নারীর প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবসাসহ সকল ক্ষেত্রে মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে। নারী ও চাকুরি “পিস ট্রি” সালে ইউনেস্কো কর্তৃক ২০১৪ হাসিনা কন্যাশিশুদের শিক্ষা প্রসারের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এছাড়া সাউথ সাউথ ৫০ প্লানেট, ৫০ চ্যাম্পন ও আজেন্ট অব চেঞ্জ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ‘আমরা সবাই সোচ্চার, বিশ্ব হবে সমতার’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবছর উদযাপন হচ্ছে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২০। জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালনের মধ্য দিয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নে সকল আইন, নীতি, কৌশল ও আন্তর্জাতিক সনদের আলোকে বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। কন্যাশিশুর শিক্ষার অগ্রগতি বাংলাদেশ হবে কন্যাশিশুর বিকাশে বিশ্বে রোল মডেল।

#

২৯.০৯.২০২০ পিআইডি ফিচার